১৭ SEP 1990
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

33

দেশের অগ্রগতির দায়িত্ব মেধাবী শিক্ষার্থীদেরই নিতে হবে : কাজী জাফর

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, কৃতী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরই দেশকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে।

তিনি রোববার ভিকারুননিসা নুন স্কুল ও কলেজ মিলনায়তনে এক কৃতী ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। ১৯৮৯ ও '৯০ সালের এস-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

কাজী জাফর (প্রথম পৃঃ পর)

এসসি পরীক্ষায় যারা এই প্রতিষ্ঠান থেকে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে, তাদের সংবর্ধনা জানাতে এই অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষাঙ্গন থেকে নৈরাজ্যের অবসান এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করাসহ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকরী পরিবর্তন আনার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ১৯৯১ সালের প্রথম দিন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যায় শুরুর মাধ্যমে জাতি শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন যুগে প্রবেশ করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষার পথেই নিহিত আছে আমাদের মুক্তি ও প্রগতি। এই শিক্ষার আলো দেশের সকল মানুষের কাছে সমভাবে পৌছুতে হবে। তিনি বলেন, জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজকে শিক্ষাবঞ্চিত রেখে জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই, পৌর এলাকার বাইরে ও পার্বত্য জেলাসমূহে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ও পরিবারের একমাত্র সন্তান মেয়ে হলে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত তার শিক্ষা অবৈতনিক করার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এরশাদ নারী শিক্ষা বিস্তারে বেশকিছু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর সুফল জনগণ অচিরেই ভোগ করতে শুরু করবে।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব আতাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোজাম্মেল হক, অধ্যক্ষা হামিদা আলী, ১৯৯০ সালে ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী সামাহা ইসলাম ও দু'জন অভিভাবক জনাব নজরুল ইসলাম ও ডাঃ এম এম হসেইন বক্তৃতা করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজন সমাপ্ত হয়। মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া প্রেরণ করেন।